কোন্ আগুনে পুড়ছে এখন বাংলাদেশ!

শওগাত আলী সাগর
sagor_shaugat@yahoo.com

শাহ এ এমএস কিবরিয়ার স্ত্রী শিল্পী আসমা কিবরিয়া এবং তার পরিবার খুনীচক্রের বিচারের দাবিতে অরাজনৈতিক এবং অহিংস এক আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। সুদূর প্রবাসে বসে আমরা স্বপ্ন দেখি, একদিন জাহানারা ইমাম যেমন একাত্তরের ঘাতকদের বিরুদ্ধে সারা দেশে এক গনজোয়ার সৃষ্টি করেছিলেন,তেমনি আসমা কিবরিয়া গ্রেনেডবাজ,বোমাবাজদের বিরুদ্ধে নতুন এক জোয়ার তৈরি করতে সমর্থ হবেন।...

১.

শব্দটা সম্ভবত অস্বাভাবিক রকমের উচ্চস্বরেই বেরিয়ে গিয়েছিলো আমার কণ্ঠ থেকে। পাশের টেবিলের সহকর্মী সিয়েরালিওনের মেয়ে সোয়াদ এবং অন্য পাশে হায়দারাবাদের ছেলে প্রিয়ান একসঙ্গে চমকে ঘুরে তাকালেন। তাঁদের চোখে বিস্ময় মিশ্রিত প্রশ্নবোধক চিহ্ন। ততক্ষনে খেয়াল হয়, এটা আমার কর্মস্থল, টেলিফোনের ওপাশে যিনি আছেন,তিনি আমাদের গ্রাহক। এহজন গ্রাহক অনেক কথাই বলতে পারেন,এমনকি রূঢ় আচরনও করতে পারেন। কিন্তু একজন সেলস পার্সনকে হতে হবে সংযমী। তিনি কোনো প্রতিক্রিয়াই প্রকাশ করতে পারবেন না। কিন্তু টেলিফানের ওপাশ থেকে ভদ্রমহিলার 'তুমি কি ইন্ডিয়ান?' - এই প্রশ্নটা কেন জানি খানিকটা পীড়া দেয়,আর সে কারনেই বোধ হয় 'না' শব্দটা একটু উচুঁ স্বরে বেরিয়ে গিয়েছিলো।

আমার দুপাশের সহকর্মী খানিকটা হতচকিত দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে তাকালেও টেলিফোনের ভদ্রমহিলা খিল খিল করে হেসে উঠলেন। জানতে চাইলেন,তোমার দেশ তাহলে কোথায় ? জবাব দিলাম,'বাংলাদেশ। তুমি সম্ভবত চিনবে না।' এবার আরো উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন তিনি।'চিনবো না কেন! বাংলাদেশ তো বোমার দেশ, যেখানো মানুষ বোমার সঙ্গে বসবাস করে, পুরো দেশটি হচ্চ একটি মৃত্যুকুপ, যেখানে রাষ্ট্র পরিচালনা করে একটি নিষ্ক্রিয় সরকার। আমি 'ইম্প্লাটেন্ট' শব্দটাই ব্যবহার করতে চেয়েছিলাম। পাছে তোমার ইমোশনে লাগে তাই 'নিষ্ক্রিয়'শব্দটাই ব্যবহার করলাম। তুমি যে কোনো একটি শব্দ ব্যবহার করতে পারো।'

'বাংলাদেশ সম্স্লর্কে তুমি কী এমন জানো?'- আমি কিছুটা বিরক্তি নিয়েই তাকে প্রশ্ন করি।তার জবাব 'সেটি জরুরী নয়, জরুরী হচ্ছ আমি যেটা বললাম সেটি সত্য কি না? কয়েক মাস

আগে তোমরা তোমাদের দেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে বোমা মেরে খুন করার চেষ্টা করেছিলে। সেই ঘটনার কোনো বিচার হয়নি এখনো। এমনকি কারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তাও তোমরা খুঁজে বের করতে চাওনি। যেই দেশে সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার চেষ্টার কোনো বিচার হয় না, সেই দেশের সরকারকে 'ইম্পেস্লাটেন্ট' বলাটাই যুৎসই নয় কি? কারন এ থেকে জনগনের নিরপাত্তার এটি পরিমাপ করা যায়।'

এই ঘটনাটি যখন ঘটেছে তখনো বাংলাদেশের সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এমএস কিবরিয়া গ্রেনেড হামলায় মর্মান্তিকভাবে প্রাণ হারান নি।রাতে কর্মস্থল থেকে ফেরার পর এপার্টমেন্টের এলিভেটর থেকে নেমে লবি ধরে হেটে হেটে ঘরের দিকে যেতে যেতে সেরীন যখন বললো, 'একটা দু:সংবাদ আছে!' আমি খানিকটা চমকে উঠেছিলাম। 'কিবরিয়াকে মেরে ফেলা হয়েছে'– সেরীনের এই বাক্যটি শেষ হতে না হতেই কেন জানি আমার কানে সশব্দে সেই দিনকার সেই মহিলার খিল খিল হাসি আর 'বাংলাদেশ! যেখানো মানুষ বোমার সঙ্গে বসবাস করে। পুরো দেশটি হচ্চে একটি মৃত্যুকুপ, যেখানে রাষ্ট্র পরিচালনা করে একটি নিষ্ক্রিয় সরকার।' কথা ক'টি বাজতে থাকে। আমি ফিস ফিস করে অচেনা সেই ভদ্রমহিলার উদ্দেশ্যে উচ্চারন করি,' তুমি 'ইম্পেস্লাটেন্ট' শব্দটাই ব্যবহার করতে পারো, এমন কি 'খুনী' শব্দটাও।এর চেয়েও খারাপ কোনো শব্দও যদি তুমি ব্যবহার করতে চাও আমি আপত্তি করবো না। সত্যি সত্যি বাংলাদেশ নামের প্রিয় জন্মভুমিটি এখন হায়েনাদেরই এক অবযারণ্যে পরিণত হয়েছে।'

২.

বাংলাদেশে কিছু ঘটলে সুদুর কানাডায়ও তার প্রতিক্রিয়া হয়,পত্রিকা বের হওয়ার আগে, খবর প্রচারিত হওয়ার আগে, টেলিফোনে খবর চলে আসে কানাডায়,বাংলাদেশের সুসংবাদ যেমন আসে, তেমনি আসে দু:সংবাদও । প্রবাসে বসে বাংলাদেশের সুসংবাদের প্রত্যাশায় থাকি,শুভকামনা করতে থাকি, কিন্তু বার বারই আমাদের প্রত্যাশাকে ভেঙ্গে বিচুর্ণ করে দিয়ে কেবল দু:সংবাদই ছুটে আসে, সেই দু:সংবাদ প্রবাসের প্রাণহীন ছুটে চলা জীবনেও হঠাৎ করে ছন্দপতন ঘটায়, মনের গহীনে বুক চেরা বেদনার অনুভুতি চেপে রেখেই তারা কেবল দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নিয়তিকে দোষারোপ করে। সাবেক অর্থমন্ত্রী কিবরিয়ার হত্যাকান্ডের সংবাদটিও টরন্টোর বাঙালী কমিউনিটিতে প্রবল বেগে একটি ঝাকুনি দিয়েছে।

সবার মনেই ঘুরে ফিরে কেবল একটি প্রশ্ন দোলা দিচ্ছে, হচ্ছে কি দেশটায় এসব?

গভীর রাতে আমাদের বন্ধু ঋষিকেশ ফোন করে জানতে চান, 'বলতে পারেন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কি ? কিবরিয়ার মতো লোক যদি বাংলাদেশে বাঁচতে না পারে, তা হলে ওই দেশে কে আর বেঁচে থাকবে ?' সাবেক ছাত্রনেতা আনোয়ার হোসেন মুকুল ফোন করলেন পরের দিন। 'আমি ভেবেছিলাম তুমি আমাকে ফোন করবে'- তার অনুযোগ। কিবরিয়ার মর্মান্তিক হত্যাকান্ডে তিনি এতোটাই মর্মাহত যে কাজ থেকে বেরিয়ে চলে এসেছেন।তার জিজ্ঞাসা 'বাংলাদেশ থেকে কি আওয়ামী লীগকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হবে?' তার মন্তব্য, 'শাহ এ এম এস কিবরিয়ার হত্যাকান্ড তো কেবল একজন ব্যক্তি কিবরিয়ার হত্যাকান্ড নয়। আওয়ামী লীগের মতো একটি বড় দলের সঙ্গে দাতা গোষ্ঠীসহ আন্তর্জাতিক নানা শক্তির সঙ্গে সম্পর্ককে দুর্বল করে ফেলার জন্যই কি কিবরিয়াকে খুন করা হলো। এর পর কি তা হলে আবারো শেখ হাসিনার উপর হামলা হবে?'

বস্তুত আনোয়ার হোসেন মুকুলের এই প্রশ্নগুলোই এখন ঘুরে ফিরে উচ্চারিত হচ্ছে সমগ্র বাংলাদেশে।আর বরফে জমে যাওয়া এই টরন্টোতে বসেও একই জিজ্ঞাসার জবাব খুজতে খুঁজতে টের পাই সাত সমুদ্র তের নদীর বিস্তর দুরত্ব ঘুচে গিয়ে কখন যেন টরন্টো আর বাংলাদেশ একাকার হয়ে গেছে।বাংলাদেশের হাজারো মানুষের মতোই বেদনা কাতর আর ভবিষ্যৎ ভাবনায় উদ্বেগাকুল হয়ে পড়েছে কানাডা প্রবাসী বাংলাদেশীরাও।

তাদের মনেও একই প্রশ্ন জেগে উঠে,গন্তব্যবিহীন এ কোন গন্তব্যে ছুটে চলেছে আমাদের প্রিয় জন্মভুমি। গনতন্ত্র, প্রগতিশীলতাকে নির্বাসিত করার যে প্রক্রিয়া বাংলাদেশে শুরু হয়েছে তার চুড়ান্ত পরিণতিই বা কী? 'বাংলা কাগজের চেয়ারম্যান এ আর এম জাহাঙ্গীর সেদিন প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনি হাসিনাকে কাঁদতে দেখেছেন, কর্মী নিহত হলে, নেতা নিহত হলে, কিংবা কোনো রিক্সাওয়ালা মারা গেলে শেখ হাসিনা তাদের স্বজনদের জড়িয়ে ধরে হাউ মাউ করে কাদেন। কিন্তু খালেদা জিয়াকে কি কখনো কাঁদতে দেখেছেন? তার চোখে কি কখনো পানি দেখেছেন?' এই প্রশ্নের জবাব তো সবারই জানা। কোনো বেদনাবোধই বেগম খালেদা জিয়ার চোখ থেকে পানি জড়িয়েছে বলে বলতে পারবে না। খালেদার কঠিন চোখের দৃষ্টিতে কি তাহলে কেবলই আগুন আছে? আর সেই আগুনেই কি পুড়ছে এখন বাংলাদেশ?

৩.

'বাংলাদেশে এমন কোনো অপরাধ সংঘটিত হয়না যেটি পুলিশের অজানা। তবে পুলিশকে ক্ষমতাসীন সরকার যতদুর যেতে দেয়, পুলিশও ততদুরই যায়। রাজনৈতিক বিবেচনায় পুলিশ যতোটা গ্রীন সিগন্যাল পায় ততোটাই অপরাধের উন্মোচন করে, অপরাধীকে গ্রেফতারে ততোটাই

অগ্রসর হয়। রাজনৈতিক 'রেড সিগন্যালের' কারনেই লোম হর্ষক বড় বড় অপরাধও সময়ের গর্ভে হারিয়ে যায় অনন্মোচনীয় রহস্য হিসেবেই।' - এই কথাগুলো প্রায় বলতো এক পুলিশ বন্ধু।

পুলিশ বন্ধুটির বক্তব্যের সুত্র ধরেই আজকাল আমারো কেন জানি মনে হয়, বাংলাদেশে এমন কোনো রাজনৈতিক অপরাধ সংগঠিত হয়নি, যেটি সরকার জানেন না। কোনো বোমা হামলারই রহস্য উন্মোচিত হয়নি সরকারের অনীহার কারনেই। সাংবাদিক মানিক সাহা, রাজশাহী বিশ্বদ্যিালয়ের অধ্যাপক ইউনুস কিংবা আহসান উলাহ মাস্টার এমপি হত্যাকান্ড কেনোটিরই যৌক্তিক পরিণতি এখনো ঘটেনি বাংলাদেশে। ভবিষ্যতেও যে ঘটবে তার কোনো লক্ষন নেই। এমনকি সাবেক প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয়নেত্রী শেখ হাসিনার প্রাণ নাশের চেষ্টারও কোনো রহস্য উন্মোচন করে নি রাষ্ট্র। কিবরিয়া হত্যাকান্ডেরও যে একই পরিণতি হবে তা নিয়ে সংশয় প্রকাশেরও কোনো যুক্তি আমি খুঁজে পাই না।

আশার কথা কিবরিয়া হত্যাকান্ডে বাংলাদেশে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হয়েছে,স্বতস্ফুর্ত হরতাল হয়েছে। এবারের হরতালে অন্য যে কোনো সময়ের চেয়েও জনগনের, দলের নেতাকর্মীদের অংশ গ্রহণ ছিলো অধিক সক্রিয়। পুলিশের দমন নীতির তীব্রতাও ছিলো অনেকাংশে প্রকট।তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়া দেখে টরন্টোতে অনেককেই আশাবাদী হয়ে উঠতে দেখেছি- এবার বোধ হয় সরকার কিছু একটা করতে বাধ্য হবে। কিন্তু সেই প্রত্যাশা যে কতোটা হতাশার তা বুঝতে খুব বেশি দিন অপেক্ষা করতে দেয়নি সরকার। আইনমন্ত্রী মওদুদ ও মির্জা আব্বাস আগেভাগেই ঘোষনা দিয়ে বসলেন, এটি আওয়ামী লীগেরই কাজ।দুই মন্ত্রীর মুখ দিয়ে এই কথাটি বের হলেও এটিই যে সরকারের আসল অবস্থান তা বোধ করি দেশের সচেতন জনগোষ্ঠীর বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

২১ আগষ্টে শেখ হাসিনার জনসভায় গ্রেনেড হামলার পর বাংলাদেশের সংসদীয় দলের একটি প্রতিনিধিদল এসেছিলেন কানাডা। সরকার দলীয় এক সাংসদ ব্যক্তিগত আমন্ত্রনে এসেছিলেন স্থানীয় বাংলা সাপ্তাহিক' বাংলা কাগজ' অফিসে। বাংলা কাগজের আমন্ত্রনে সেই সন্ধ্যায় আমিও সেখানে গিয়েছিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিলো সরকার দলীয় একজন সাংসদের মুখ থেকে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি সম্স্লর্কে জানা। সেই আলোচনায় বাংলাদেশের রাজনীতি মৌলবাদ,সন্ত্রাস ইত্যাদি নানা বিষয় উঠে এসেছে। সাংসদ সাহেবকে আগেভাগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিলো আলোচনাটি অনানুষ্ঠানিক, কাজেই তিনি খোলামেলা মন্তব্য করতে পারেন, এগুলো পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে না। খোলামেলা সেই আলোচনায় প্রশ্ন উঠেছিলো শেখ হাসিনার জনসভায় গ্রেনেড হামলার ব্যাপারে সরকারের প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি কি? আপনাদের সংসদীয় দলের সভায়, কিংবা হাই কমান্ড

থেকে এ ব্যাপারে কি ধরনের ব্রিফ দেওয়া হয়েছে।সাংসদ ভদ্রলোক চমৎকারভাবে বলে গেলেন,'সরকার মনে করে এই সবই বিরোধীদলের কাজ। সরকারকে অস্থিতিশীল করার জন্য বিরোধীদলই নিজেরাই শেখ হাসিনার জনসভায় গ্রেনেড হামলা করেছে,আহসান উল্লাহ মাস্টারকে খুন করেছে।' আমি তাকে প্রশ্ন করেছিলাম, রাজনীতিক হিসেবে নয়, বিএনপি দলীয় সাংসদ হিসেবে নয়, একজন বিবেকবান মানুষ হিসেবে আপনার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি কী এ ব্যাপারে ? ভদ্রলোক কিছুক্ষন চুপ করে থেকে বললেন,' দেখুন আমি একজন ব্যাক বেঞ্চার এমপি। আমাকে কেন এসব প্রশ্ন করে বিব্রত করেন?' সেই আলোচনায় আমি আর বসি নি। তৎক্ষনাৎ আলোচনা ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলাম।

কিবরিয়া হত্যাকান্ডের খবর পাওয়ার পর পরই প্রথম মনে হয়েছে, সরকার এবারও এটিকে 'আওয়ামী লীগের কাজ' বলেই প্রচার চালাবে।আমার এই ধারনার প্রমান পেতে বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয়নি। কিবরিয়া হত্যাকান্ডের এক বা দুদিন পরই মৌলবাদী গোষ্ঠীর অর্থায়নে প্রকাশিত সদ্য প্রকাশিত একটি দৈনিকে এক চৈনিক বাম লেখক কিবরিয়া হত্যাকান্ডটিকে একটি চক্রান্□ মুলক ঘটনা বলে উল্লেখ করে এটিকে বিরোধীদলীয় কাজ বলে ঈঙ্গিত দিয়েছেন। সম্ভবত সেটি ছিলো ঢিল মেরে যাচাই করে দেখার প্রচেষ্টা। এরপরই মওদুদ,মির্জা আব্বাস সরাসরি এই ধরনের বক্তব্য দিয়ে বসে। এখন তো পুরো সরকারই এই প্রচারনায় শামিল হলো ।

৪.

ডেনফোর্থের বাংলা বাজারে অনেকেই প্রশ্ন করেছেন,কিবরিয়া হত্যাকান্ডের পর নিশ্চয়ই সরকার হত্যাকারীদের খুঁজে বের করার পর একটু সিরিয়াস হবেন? কেন?- এমন প্রশ্নের জবাবে তারা বলেছেন, কিবরিয়ার আন্□র্জাতিক যোগাযোগ ভালো ছিলো, তাঁর হত্যাকান্ডে সরকার তো আন্□র্জাতিক ক্ষেত্রে চাপের মুখে পড়বে। আন্□র্জাতিক কোন্ গোষ্ঠী চাপ দেবে এই ব্যাপারে? এর পর আর উত্তর মেলে নি। বরং পাল্টা প্রশ্ন উঠেছে, একটি দেশের গনতান্□ক সরকার তার কৃত কর্মের জন্য, রাষ্ট্রে সংগঠিত যে কোনো ঘটনার জন্য জবাবদিহি করে দেশের জনগনের কাছে। কিন্তু এই সরকার আট মাসের মাথায় দুই দুই জন গনপ্রতিনিধি খুন হওয়ার পরও জনগনের কাছে এ জন্যে জবাবদিহির কোনো চেষ্টা করেছে কি? সোজা সাপ্টা জবাব হ□ছ, ' না।'

জনগনের কাছে জবাবদিহি করার কোনো মানসিকতা এই সরকারের নেই বলেই বোধ হয় একজন জনপ্রতিনিধি, দেশের সাবেক অর্থমন্□ীর হত্যাকান্ডটিকেও সরকারী দল 'যদু মধু কদু নিহত হওয়ার মতোই একটি অতি সাধারন ঘটনা হিসেবে মনে করছে। অন্□ত তাদের হাবভাব কথাবার্তা থেকে তাই মনে হ□ছ।

৫.

তা হলে কি কিবরিয়া হত্যাকান্ডের কোনো কিছুই হবে না? টরন্টোর নানা জনের এই প্রশ্নের জবাবে আমি বলেছি, 'না।' কিছুই হবে না । শেষ পর্যন্ত এটি রাজনীতির খেলায় পরিণত হবে, হবে নোংরামি।,সেই নোংরামি সরকার যেমন করবে, করবে তার দল আওয়ামীলীগও। সেই খেলায় যোগ দেবে 'নিরপেক্ষ' হিসেবে বিবেচিত মিডিয়া, রাজনীতির বিশ্লেষকগনও।

হবিগঞ্জের মাটিতে কিবরিয়ার রক্তের দাগ শুকানোর আগেই কিন্তু রাজনীতির নোংরা সেই খেলা শুরু হয়ে গেছে।এখন এই নোংরামি থেকে কেবলই পঁচা দুর্গন্ধ বেরুবে, পরিবেশকে আরো কলুষিত করবে।

টরন্টোর এক আড্ডায় আমাদের এক বন্ধু প্রশ্ন করেছিলেন, নব্বইয়ে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে একজন শ্রমজীবী নুর হোসেন কিংবা একজন পেশাজীবী ডা. মিলনের হত্যাকান্ডেই সারা জাতি এমন ফুঁসে উঠেছিলো যে স্বৈরশাসককে গদি ছাড়তে হয়েছে। আর এখন জনপ্রতিনিধি, সাবেক মন্ত্রীর প্রাণহানিও জনগনকে তেমন ভাবে উত্তেজিত করে তুলে না কেন? এমন কি খোদ বিরোধীদলীয় নেত্রীর প্রাণনাশের চেষ্টার পরও সরকার পতনের মতো আন্দোলন গড় উঠে না কেন? এই প্রশ্নের নানা জবাব পাওয়া গেছে ওই আড্ডায়ই। 'গণ আন্দোলন তো বছরে বছরে হয় না।' বলছিলেন একজন। আমাদের আরেক বন্ধু তার একটি বিশ্লেষন তুলে ধরেন আমাদের সামনে। 'বাংলাদেশে এখন রাজনীতিবিদ এবং জনগনের মধ্যে যথেষ্টা ফারাক তৈরি হয়েছে। এই দুরত্ব তৈরির পেছনে রাজনীতিকদের ব্যর্থতা যেমন আছে, তেমনি অরাজনৈতিক শক্তির আজ্ঞাবহ একটি মুখোশধারী সুশীল সমাজের রাজনীতি বিরোধী প্রচারনাও গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকা রেখেছে। গত কয়েক বছর ধরেই দেখেছি প্রচারমাধ্যম, সভা সেমিনারে বাংলাদেশের রাজনীতিকদের গালি দেওয়া, 'রাজনীতি কিংবা রাজনীতিবিদরাই সমাজ তথা দেশটিকে ধংস করে দিচ্ছে' - এমন একটি প্রচারনা চালিয়েছেন। অবসরপ্রাপ্ত সামরিক , বেসামরিক আমলারা সংবাদপত্রে কলাম লেখে রাজনীতিবিরোধী প্রচারনা চালিয়েছেন, কোনো কোনো প্রগতিশীল (?) পত্রিকাও রাজনীতি বিরোধী প্রচারনাকে বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, কোনো বিশ্লেষককে দেখেছি অর্থনীতির প্রাণস্স্নন্দন ধংস করে দেওয়া ঋণ খেলাপি, কালোবাজারীদের পয়সায় পাঁচতারা হোটেলে লাঞ্চ সেরে এসে রাজনীবিদদের কষে গালি দিয়ে বিশ্লেষন লিখতে বসে গেছেন। কিন্তু রাজনীতিবিদরাও জনগনের আস্থাটাকে ধরে রাখতে পারেন নি। জনগনও এখন বুঝে গেছে আন্দোলন সংগ্রামে দেওয়া তাদের রক্ত কিংবা প্রাণ আখেরে দেশ বা জাতির কোনো উপকারে লাগে

না, উপকারে লাগে বিশেষ একটি মহলের। তাই মহল বিশেষর উপকার করতে জনগন এখন আর নিজের প্রান বিসর্জন বা রক্ত দেওয়াকে খুব একটা বিরত্বের কাজ মনে করে না।

দুর্ভাগ্য হ□ছ, শেখ হাসিনার জনসভায় গ্রেনেড হামলা করে তার প্রাণ নাশের চেষ্টা কিংবা কিবরিয়া হত্যাকান্ড এই দুটোর ব্যাপারেই আওয়ামীলীগও গতানুগতিক রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার বাইরে যেতে পারে নি।কিবরিয়া হত্যাকান্ডের পর পরই শেখ হাসিনা যখন বলেন, মা বেটা খুনি, তাদের ক্ষমতা থেকে উৎখাত করতে হবে।' ঠিক তখনি জনগন একটু থমকে যায়।'মা বেটা খুনি, ওদের ক্ষমতা থেকে উৎখাত করতে হবে' - এমন বক্তব্যের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই জনগন রাজনীতি খুঁজে পায়, তাদের মনে হতে থাকে খালেদা ক্ষমতা থেকে সরে গেলে ক্ষমতায় আসবে হাসিনা। হাসিনা আসলেই কি সব সমস্যার সমাধান? ক্ষমতা বদলের রাজনীতিতে জনগন সম্ভবত নতুন করে ব্যবহৃত হতে খানিকটা দ্বিধাবোধ করেন।

কিবরিয়া হত্যাকান্ডটি খালেদা নিজে কিংবা তারেক জিয়া নিজের হাতে করেছে এটি সম্ভবত কোন পাগলও বিশ্বাস করবে না। কিন্তু এই হত্যাকান্ডের প্ররোচনা কিংবা পৃষ্ঠপোষকতার জন্য অবশ্যই আমরা তাদের দায়ী অভিযুক্ত করতে পারি। হত্যাকান্ডের পর এটি হালকা করে ফেলার প্রচেষ্টা, রাজনৈতিক বিতর্কের আড়ালে ফেলে দিয়ে খুনিদের আড়াল করার অপচেষ্টা, সর্বোপরি খুনিদের গ্রেফতার কিংবা শাস্ি□ দেওয়ার উদ্যোগ না নেওয়ার মধ্যেই কিন্তু সরকারের খুনিদের পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়ার ঈঙ্গিত পাওয়া যায়। সরকারের ভুমিকাই সরকারকে খুনি চক্রের সহায়ক হিসেবে চিহ্নিত করে দেয়।

কিন্তু শেখ হাসিনা যখন সরাসরি বেগম খালেদা জিয়ার দিকে আঙ্গুলি তুলেন খুনি হিসেবে তখন জনগনের মনে হতে থাকে, 'আ□ছা এটা তা হলে রাজনীতি'। তাদের মনে তখন এই প্রশ্নও জাগে, খালেদা জিয়াকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিলেই কি কিবরিয়া হত্যাকান্ড বা গ্রেনেড হামলার বিচার হবে? তা হলে আওয়ামী লীগের শাসনামলে সংঘটিত রমনার বটমুলে কিংবা যশোরে উদিচির বোমা হামলার বিচার হলো না কেন? তা হলে কিবরিয়া হত্যাকান্ডের বিচারের জন্য খালেদাকে ক্ষমতা থেকে টেনে নামাতে হবে কেন? আবার এটাও সত্য, খুনীদের পৃষ্ঠপোষক যখন ক্ষমতায় থাকে তখন খুনের বিচার প্রত্যাশা করা কোনো ভাবেই বিবেচনার কাজ বলে ভাবার সুযোগ থাকে না।

৬.

সপ্তাহটা ঘুরতে না ঘুরতেই কিবরিয়া হত্যাকান্ডটি এখন ভিন্ন রাজনীতির ইস্যুতে মোড় নিয়েছে। শেখ হাসিনার জনসভায় গ্রেনেড হামলার পর সুশীল সমাজের (!) একদল মুখপাত্র জাতীয় ঐক্যের

ডাক দিয়ে হামলাকারীদের আড়াল করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। এবারও রাজনীতির নোংরা বিতর্ক খুনী চক্রকে আড়াল হতে সহায়তা দি□ছ।এখন কিবরিয়া হত্যাকান্ড, বাংলাদেশের গনতন্ে□র ভবিষ্যৎ এ সবের চেয়েও বড় হয়ে উঠেছে সার্ক সম্মেলন হতে না পারার বেদনা কিংবা সাফল্যের আনন্দ।ক্ষমতাসীন সরকার সত্যিকার অর্থে সভ্য কিংবা বিবেকবান সরকার হলে কিবরিয়া হত্যাকান্ডের পর পরই সার্ক সম্মেলন স্থগিত করে দেওয়ার উদ্যোগ নিতো। দেশে একজন জাতীয় নেতা খুন হলে তখন যে যে দেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকে না এই বোধটা তাদের মধ্যে কাজ করতো। কিন্তু বিবেক বর্জিত অসভ্য সরকার বলেই কিবরিয়ার রক্তাক্ত শবদেহের উপর আলো ঝলমল উৎসব করার মতো বিকৃত র□চি দেখাতে পেরেছে ক্ষমতাসীন সরকার। আর উদ্ভুত পরিস্থিতিতে ভারত যখন সম্মেলনে অংশ গ্রহনে অপরাগতা প্রকাশ করেছে তখন সরকারের ক্ষোভ আরো বিকৃত, বিভৎস মুর্তি নিয়ে আরো কদর্যভাবে প্রকাশ পেয়েছে বিরোধীদলের নেতা কর্মীদের দলণ নীতি গ্রহনের মাধ্যমে।

এক্ষেত্রে আওয়ামীলীগের ভুমিকা নিয়েও সমালোচনা হ□ছ। প্রশ্ন উঠছে, তিন দিনের হরতাল আর ছয় দিনের হরতালে পরিস্থিতির কি এমন তারতম্য ঘটায়। কিবরিয়া হত্যাকান্ড যখন সমমনা সকল রাজনৈতিক দলগুলোকে এক কাতারে দাড় করিয়ে দিয়েছে, জনগন স্ফতস্ফুর্তভাবে হরতাল পালনের মাধ্যমে কিবরিয়া হত্যাকান্ডকে ধিক্কার দিয়েছে, তখন হরতালকে আরো তিনদিন বাড়িয়ে দেওয়া যৌক্তিকতা কি? তাও আবার শরিকদলগুলো যখন তাতে সম্মত হ□ছ না। তিন দিন হরতাল বাড়িয়েই কি আওয়ামীলীগ সরকারকে ক্ষমতা থেকে হটিয়ে দিতে পেরেছে, নাকি পেরেছে কিবরিয়া হত্যাকারীদের গ্রেফতারে বাধ্য করতে। মাঝখানে একটি অনাকাংখিত রাজনৈতিক বিতর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে খুনীচক্রকে আড়াল করার একটি সুযোগ করে দিয়েছে।

সমমনা রাজনৈতিকদলগুলো যখন সম্মিলিত আন্দোলন থেকে ভিন্নমত পোষন করে সরে দাড়ায়. দেশের ব্যবসায়ী শিল্পপতিরা যখন আওয়ামীলীগের পদক্ষেপের বির□দ্ধে অবস্থান নেয় তখন সঙ্গত কারনেই সেই আন্দোলন জনগনের কাছেও দুর্বল বিবেচিত হয়।

অনেকেই হয়তো বলবেন, বাংলাদেশের ব্যবসায়ী শিল্পপতিরাতো বরাবরই সুবিধাভোগী, তারা সরকারের অজ্ঞাবহ হয়ে কাজ করে।এটি তো নতুন কোনো তথ্য নয়। বাংলাদেশের ব্যবসায়ী সংগঠন, চেম্বারগুলো যতোটা না নীতিবোধ দ্বারা পরিচালিত তারচেয়ে বেশি পরিচালিত স্বার্থ সিদ্ধিবোধ দ্বারা। প্রতি সপ্তাহে দুই দিনের ছুটির নামে সকল কর্মযজ্ঞ বন্ধ করে রাখায় এই ব্যবসায়ীদের উৎপাদনের ক্ষতি হয় না, দেশের একজন সাবেক অর্থমন্□ী সন্□াসের শিকার হয়ে নিহত হলে তাদের ক্রেতা হাতছাড়া হয় না, সহিংসতার প্রতিবাদে বিরোধীদলের হরতালেই কেবল তাদের সকল ব্যবসা বাণিজ্য লাটে উঠে যায়। কই, এই সব ব্যবসায়ীরা তো শক্ত করে সরকারকে বললেন না, এই সব খুন রাহাজানি বন্ধ কর□ন, রাজনীতিবিদ তথা দেশের মানুষের নিরাপত্তা দিন, নইলে আন্□র্জাতিক বাজারে আমরা বেকায়দায় পড়ি। আসমা কিবরিয়ার অরাজনৈতিক,

অহিংস আন্দোলনে একাত্মতা প্রকাশ করতে কোনো ব্যবসায়ী নেতা গিয়েছেন বলে তো শোনা যায় নি। খুনের প্রতিবাদ করার মতো নৈতিকতা না থাকলে দেশের ব্যবসায়ী শিল্পপতিরাও তো খুনি চক্রের সুবিধা আদায়ের কাজে ব্যবহৃত হওয়ার দায়ে অভিযুক্ত হবেন।

৭.

নগরে আগুন লাগলে দেবালয়ও অরক্ষিত হয়ে পড়ে। বাংলাদেশে বোমা,গ্রেনেড হামলা আর হত্যাযজ্ঞ চলতে থাকলে সুদুর প্রবাসে বসে আমরাও অরক্ষিত হয়ে পড়ি।দেশের প্রজ্জলিত আগুনের তাপ এসে লাখো প্রবাসীর গায়েও লাগে। প্রবাসীরা আরো চিন্□ত হয়, কারন বিদেশে কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা তারা দেশে দেশে পাঠায় এবং তাদের এই পাঠানো মুদ্রা দিয়েই সরকার তার বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতির শক্তি দেখিয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তুলেন। আমরা যারা সরকারের এই তৃপ্তির ঢেকুর তোলায় সহায়তা দিতে প্রানান্□কর পরিশ্রম করি, তারা তো চাইতে পারি – আমাদের জন্মভুমিতে কোনো খুনিচক্রের পদচারনা থাকবে না।

শাহ এ এমএস কিবরিয়ার স্□ী শিল্পী আসমা কিবরিয়া এবং তার পরিবার খুনীচক্রের বিচারের দাবিতে অরাজনৈতিক এবং অহিংস এক আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। সুদুর প্রবাসে বসে আমরা স্বপ্ন দেখি, একদিন জাহানারা ইমাম যেমন একাত্তরের ঘাতকদের বির□দ্ধে সারা দেশে এক গনজোয়ার সৃষ্টি করেছিলেন,তেমনি আসমা কিবরিয়া গ্রেনেডবাজ,বোমাবাজদের বির□দ্ধে নতুন এক জোয়ার তৈরি করতে সমর্থ হবেন। আমাদের স্বপ্ন দেশের আপামর জনতার সঙ্গে হরতালের বিকল্প আন্দোলনের পরামর্শদাতা সুশীল সমাজ, দেশের ব্যবসায়ী শিল্পপতিরাও তাতে শামিল হয়ে তাদের নীতিবোধের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার প্রমান দেবেন।

লেখক প্রথম-আলোর সাংবাদিক, প্রবন্ধটি মুক্ত-মনার জন্য প্রেরিত

আরো পড়ুন :

[কিবরিয়াকে নিয়ে ব্যক্তিগত কিছু কথকতা]